ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলা`েশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
Xাকা ।

১৩ জানুয়ারী, ২০০৩
বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ তারিখ:----------
৩০ পৌষ, ১৪০৯

প্রধান নির্বাহী
বাংলা`েশ কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহো`য়,

ঋণ অবলোপন (write off) এর নীতিমালা ।

ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকালে অনেক ক্ষেত্রে ঋণ ও আগামের একটি অংশের গুনগত মান হ্রাস পায় এবং এইরূপ ঋণ ও আগাম আ`ায়ে অনিশ্চয়তা ে`খা ে`য় । এই সকল ঋণ প্রচলিত নিয়মে বিরূপ শ্রেণীবিন্যাসিত হয় এবং এর বিপরীতে পর্যাপ্ত সংস্হান সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় । য_ায_ সংস্হানের বিপরীতে মন` ঋণ অবলোপন (write off) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত একটি পদ্ধতি । বাংলা`েশের ব্যাংকসমূহের এই পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অনীহার ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত হইতেছে । অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণের উপর ব্যাংকের `াবী বহাল রাখিবার লক্ষ্যে ২০০১ সালে ব্যাংক কোম্পানী আইন,১৯৯১ এ ধারা ২৮ক সন্নিবেশ করিয়া আ`ায় বিষয়ক সম্ভাব্য আইনগত জটিলতা নিরসন করা হইয়াছে । এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য ঋণ অবলোপনের বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা জারি করা হইল ঃ

ঋণ অবলোপন প্রক্রিয়া ঃ

১। মন`/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত হইয়াছে এরূপ ঋণ ও অগ্রিম ব্যাংকসমূহ যে কোন সময় অবলোপন করিতে পারে । মন`/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ১০০% প্রভিশন সংরক্ষিত আছে এরূপ ঋণ হিসাবসমূহ অবিলম্বে অবলোপন করিতে হইবে । এই নীতিমালা জারির পর কোন ঋণ মন`/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার পর উক্ত ঋণ অবলোপনের প্রক্রিয়া সত্বর শুরু করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় কালানুক্রমিকভাবে অধিকতর পুরানো মন`/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আগে অবলোপনের জন্য বিবেচিত হইবে ।

২। সংরক্ষিত প্রভিশনের ১০০% স্থিতি অবলোপনের জন্য পর্যাপ্ত না হইলে ব্যাংকের চলতি বৎসরের আয় খাত বিকলন করিয়া ঋণ অবলোপন করা যাইতে পারে ।

৩। অবলোপনকৃত ঋণ/অগ্রিম আ`ায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে । অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ হিসাবসমূহের কোন ক্ষেত্রে কোন কারনে পূর্বে আইনগত ব্যবস্হা সূচিত না হইয়া _াকিলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই আ`ালতে মামলা `ায়ের করিতে হইবে ।

৪। ব্যাংকের অভ্যন্তরে একটি পৃ_ক debt collection unit এর উপর অবলোপনকৃত ঋণ আ`ায়ের `ায়িত্ব হস্তান্তরিত হইবে ।

৫। অবলোপনকৃত ঋণ সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা কিংবা অবলোপনকৃত প্রাপ্য আ`ায়ের জন্য ব্যাংক বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাইবে ।

৬। অবলোপনকৃত ঋণ/অগ্রিম এর হিসাব একটি পৃ_ক লেজারে সংরক্ষন করিতে হইবে এবং ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট/স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত এবং চলতি বৎসরে অবলোপনকৃত ঋণ এর পরিমান পৃ_কভাবে "notes to the accounts''-এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ।

৭। খেলাপী ঋণ গ্রহীতার ঋণ/অগ্রিম অবলোপন করা হইলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা য_ানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসাবে চিহ্নিত হইবেন । অবলোপনকৃত ঋণ/অগ্রিম অন্যান্য ঋণ ও সম্ভাব্য-ঋণের অনুরূপ বাংলা`েশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করিতে হইবে ।

৮। ব্যাংকের পরিচালক বা প্রাক্তন পরিচালক বা পরিচালক _াকাকালীন সময়ে ঐ ব্যক্তির স্বা_র্সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(২) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী) নামে গৃহীত ঋণ/অগ্রিম অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলা`েশ ব্যাংকের অনুমো`ন গ্রহণ করিতে হইবে ।

এই নি`েশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

অনুগ্রহ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন ।

আপনা`ের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত/-

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোন:৭১২৫৮৪৪